Standard Chartered

For Kind Information of the Respected Customers

1. The Money Laundering Prevention Act, 2012 (MLPA, amended in 2015) and the Anti Terrorism Act, 2009 (ATA, amended in 2013) are in force to prevent acquisition and transfer of property by illegal means and to prevent terrorist financing, respectively.
2. These Acts are being implemented through all the banks and financial institutions under the supervision of Bangladesh Bank.
3. Illegal transfer, conversion, concealment of property acquired directly or indirectly by legal or illegal means or aiding and abetting such activities are against the National interest.
4. Hundi activities are damaging to our country's economy. Transferring or receiving money through Hundi and/or aiding and abetting such activities are punishable offense under the MLPA.
5. Banks are often used by unscrupulous persons for doing the above mentioned illegal activities. Therefore, you are requested to co-operate with the bank authorities by being more consciuous and active in the matters of bank account opening, banking transactions, providing and preserving correct and complete information relating to identification, occupation and other details required by the bank.
6. You are requested to co-operate with the Bank in keeping your KYC up-to-date along with your Transaction Profile, if needed by the Bank after 6 months of opening any account and thereafter during each periodical review cycles.
7. You are also requested to ensure the activities and transactions in your account are rightful for the purpose the account was opened for.
8. In the event of any suspicion arising out of unusual transactions, the regulatory authority may investigate into any account. If illegal transactions are proven, law enforcement agencies may prosecute in the court of law and all offences under the MLPA shall be cognizable, non-compoundable and non-bailable.
9. The court may issue investigation orders as appropriate or impose punishments specified against each offence under the MLPA, such as freezing order, attachment order, & monetary fines and pass other orders to compensate. In such circumstances, the offender individual may have to suffer imprisonment for at least 4 (four) years but not exceeding 12 (twelve) years and, in addition to that, a fine equivalent to twice the value of the property involved in the offence or Taka 10 (ten) lakhs, whichever is higher. Any entity which commits an offence shall be punished with a fine of not less than twice the value of the property or Taka 20 (twenty) lakhs, whichever is higher and in addition to this, the registration of the said entity shall be liable to be cancelled.
10. In case of a Terrorist Financing offence made by a person, he/she shall be punished under the ATA, with rigorous imprisonment for a term not exceeding 20 (twenty) years but not less than 4 (four) years, including a fine equivalent to twice the value of the property involved with the offence or Taka 10(ten) lakhs, whichever is higher. In case of an offence made by an entity, a fine equivalent to thrice the value of the property involved with the offence or of Taka 50 (fifty) lakhs, whichever is higher, may be imposed. Moreover, the head of that entity, may face imprisonment for a term not exceeding 20 (twenty) years but not less than 4 (four) years, including a fine equivalent to twice the value of the property involved with the offence or of Taka 20 (twenty) lakhs, whichever is higher.

Therefore, please extend your co-operation to the bank and the regulatory authority to prevent money laundering and terrorist financing in the country.

Standard Chartered

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য

১. দেশের অবৈধ সম্পদ আহরণ বন্ধকরণ ও সম্পদের অবৈধ পাচার রোধে এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন দমনে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (২০১৫ সংশোধনী সহ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (২০১৩ সংশোধনী সহ) জারি হয়েছে।

২. উক্ত আইন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩. বৈধ বা অবৈধ পন্থায় বা পরোক্ষভাবে আহরিত বা অর্জিত সম্পদের অবৈধ পন্থায় হস্তান্তর, রূপান্তর, অবস্থানের গোপনকরণ বা উক্ত কাজে সহায়তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

৪. হুন্ডি কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ, অর্থ গ্রহণ এবং হুন্ডির কাজে সহায়তাকরণ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৫. উপরে বর্ণিত অবৈধ কার্যাবলী সম্পাদনের অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক সমূহ অসৎ লোক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট খোলা, টাকা উঠানো ও গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণে অধিকতর সচেতন ও তৎপর হয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করুন।

৬. আপনার গ্রাহক সংক্রান্ত অথ্যাবলী (কেওয়াইসি) ও অনুমিত লেনদেনের মাত্রা (ট্রানজেকশন প্রোফাইল) ব্যাংকের সাথে সর্বদা হাললাগাদ রাখুন। বিশেষ করে হিসাব খোলার ৬ (ছয়) মাস পর এবং তৎপরবর্তীতে পিরিওডিক্যাল পর্যালোচনাকালে ব্যাংককে প্রয়োজনী তথ্যাদি সরবরাহ করে সহায়তা করুন।

৭. আপনার হিসাব সংক্রান্ত কর্মকান্ড এবং লেনদেন, আপনার বৈধ উদ্দেশ্যে পরিচালিত ও নিস্পন্ন হচ্ছে কিনা-তা নিশ্চিত করুন।

৮. অস্বাভাবিক লেনদেন জনিত কারণে সন্দেহ স্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেকোন এ্যাকাউন্টের লেনদেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। অবৈধ লেনদেন প্রমানিত হলে, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রয়োজনে আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে এবং এই আইনের অধীনে সকল অপরাধ সমূহ আমলযোগ্য, অ-আপোষযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য।

৯. আদালত মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তদন্তাদেশ, অবরূদ্ধকরণাদেশ, ক্রোকাদেশ, অর্থদণ্ড এবং ক্ষতিপূরণ আদেশসহ অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে পারে। এই ক্ষেত্রে অপরাধী অন্যূন ৪ (চার) বৎসর এবং অনধিক ১২ (বার) বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমান অর্থদণ্ড বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যা অধিক, অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন। এই ধারার অধীনে কোন সত্তা মানি লন্ডারিং অপরাধ করিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, জরিমানা করা যাবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হবে।

১০. আদালত সন্ত্রাস বিরোধী আইনের অধীনে যেমন ব্যক্তি সন্ত্রসী কার্যে অর্থায়নে দন্ডিত হলে, তাকে অনুর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করতে পারে। এর অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুন পরিমান অর্থ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা যা অধিক অর্থদণ্ড ও আরোপ করতে পারবে। অভিযুক্ত সত্তা (প্রতিষ্ঠান) এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের তিনগুন পরিমাণ অর্থদণ্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা যা অধিক দণ্ড আরোপ করা যাবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বিরুদ্ধে অনুর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড সহ সম্পৃক্ত সম্পদের মূল্যের দ্বিগুন অর্থ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা যা অধিক দন্ড আরোপ করা যেতে পারে।

এমতবস্থায় দেশে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন রোধে - ব্যাংক ও কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করতে আপনাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।